

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম  
বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম  
জনসংহতি সমিতির চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত  
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমন্বিত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন :

(ক) সাধারণ

- ১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;
- ২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন যোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;
- ৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে:

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাঙ্কফোর্সের চেয়ারম্যান	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঐ
- ৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে ঐকমত্য হইয়াছেন :

- ১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।
- ২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।
- ৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলার বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলার সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। (ক) প্রতিটি পাবনা জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন থাকিবে।  
এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলক থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “ডেপুটি কমিশনার” এবং “ডেপুটি কমিশনারের” শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে “সার্কেল চীফ” এবং “সার্কেল চীফের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে—“কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পরিবেন না”।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া “চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার”-এর পরিবর্তে “হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি” কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন—অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত “চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট” শব্দগুলির পরিবর্তে “নির্বাচন বিধি অনুসারে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “তিন বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লিখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে :  
আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পরিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পাবনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় “নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ” শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পাবনা জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত “খাগড়াছড়ি মং চীফ” এর পরিবর্তে “মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পাবনা জেলা পরিষদের সভার বোমার

সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

- ১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।
- ১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।
- (খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে : “পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে”।
- (গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।
- ১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।
- ১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে” শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।
- ১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।
- (খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।
- ১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।
- ১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে : পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।
- ২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “সরকার” শব্দটির পরিবর্তে “পরিষদ” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।
- ২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত



(ঘ) পুনর্বাসন, মাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার এবং এই এলাকা পুনর্বাসন, মাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সার্ভিসেস্ট কার্ভ এবং বিঘারাবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন :

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের নৈশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৪শে মার্চ '৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিক থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংঘাত সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আন্তঃসরকারী উৎসাহীদের নির্দেশকরণ করিয়া একটি টোল্ড ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংঘাত সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আন্তঃসরকারী উপজাতীয় উৎসাহীদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনারূপে স্থায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ ব্যয়বহিরে মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের জমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের জমি রেজিস্ট্রেশন ও জমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার জমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের জমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্লোভলাণ্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হইতে এবং যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অধিভোগে বন্দোবস্ত ও বেসবল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বর বাতিলকরণের পক্ষে কমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের দায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীজলাণ্ড (ফ্রীজলাস জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে :

- (ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
- (খ) সার্কুল চীফ (সার্ভিসেস্ট);
- (গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
- (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;
- (ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সার্ভিসেস্ট)।

৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও শরণার্থী জনগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিন্যাসমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ: বেসকন অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় বাঙালিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই বেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পাবনা চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্দায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সরকল্প ও বৃত্তি প্রদান: চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমসাময়িক না পৌছিয়া পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেতন থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকাশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সকল সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমানানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমানানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদে জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হইবে।

- (খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুঁলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইরাছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সশস্ত্র তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুঁলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।
- (গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।
- (ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাকে ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের ঋণ ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।
- (ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে বাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের ব্যান শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।
- (চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কৃষ্টির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্ম-কর্মবন্দোবস্তমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাকে ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
- (ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সহি ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দাঁড়ানা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আন্দার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বধীন সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিচালিত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল দতরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে।

তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রথমে অথবা নির্দিষ্ট সময় সেখানে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১১। উপজাতীদের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধরক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কর্মিটি করা হইবে।

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধরক মন্ত্রী

(২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ

(৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

(৬) সারসদ, রাঙ্গামাটি

(৭) সারসদ, খাগড়াছড়ি

(৮) সারসদ, বান্দরবান

(৯) চাকমা রাজা

(১০) বোমাং রাজা

(১১) মং রাজা

(১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন প্র-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাদেশাময় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অক্টোবর ১৯০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সহীকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

আব্দুল হালিমাত আবদুল্লাহ

আহ্বায়ক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধরক জাতীয় কর্মিটি

বাংলাদেশ সরকার।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সারমা

সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

বাসসংসং-১৭/১৮-৫৫০৬৩-২.০০০০ই, ১৯৯৮।

- ২৬। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে :  
আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার জমি উন্নয়নকার আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।
- ২৭। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।
- ২৮। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাধে আয়োজনক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পর্যালোচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।
- ৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলম্বিত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে : তবে সর্বত্র থাকুক যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ নগরকর্তৃক সরকার যদি মতভিন্নতা প্রকাশ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।
- (খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (ক) এ উল্লিখিত "পরিষদের কোন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতভাবে সমাপ্ত করণ"—এই শব্দগুলি বিলম্বিত করা হইবে।
- ৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলম্বিত করা হইবে।
- ৩২। ৭১ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পার্বত্য জেলায় প্রবোদ্ধা জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কোন আইন পরিষদের বিবেচনার উক্ত জেলার জন্য কর্তব্য হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আশ্রয়িত হইলে পরিষদ উক্ত কর্তৃক বা আশ্রয়িত হওয়ার কারণ ব্যতীত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রচেষ্টা শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অব্যাহতী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।
- ৩৩। (ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শিক্ষণ" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।
- (খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে :  
(১) দ্বিতীয়মূলক শিক্ষা, (২) মাতৃত্বভীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।
- (গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলম্বিত করা হইবে।
- ৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে :  
(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;  
(খ) পলিশ (স্থানীয়);

- (গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
- (ঘ) যুব কল্যাণ;
- (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- (চ) স্থানীয় পর্যটন;
- (ছ) পোয়াসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
- (জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
- (ঝ) কলতাই ব্রুদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের নিষ্কৃত ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
- (ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
- (ট) মহাজনী কার্যব্যবস্থা;
- (ঠ) জন্ম চাষ।

৩৩। নিম্নলিখিত তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদ অন্তর্ভুক্ত হইবে:

- (ক) অস্থায়ীক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;
- (খ) পশু চর-বিভ্রের উপর কর;
- (গ) জমি ও দানাদ-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
- (ঘ) গৃহপালিত পশু বিভ্রের উপর কর;
- (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
- (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
- (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;
- (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্প্রক কর;
- (ঝ) খনিজ সম্পদ আন্বেষণ বা নিষ্করণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পার্টািনম্বে সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;
- (ঞ) ব্যবসার উপর কর;
- (ট) লটারীর উপর কর;
- (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

#### (ধ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ:

- ১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।
- ২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের স্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রাথমিক স্থানীয় সরকার এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহাঙ্গ কাৰ্যপন্থাতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে :

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন ঢাকা উপজাতি হইতে, ৩ জন মৌলভীবাজার উপজাতি হইতে, ২ জন ঝিনাইদহ উপজাতি হইতে, ১ জন মুরগি ও তনুশংকা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোদা, পাংখো, খম্বী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ঢাকা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের স্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ খাতিলাকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিধি ও পন্থাতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুরূপে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিধি ও পন্থাতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের মুম্ব-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের স্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যগণ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকর্তা সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিধিগণি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা

হাড়া অর্পিত বিষয়টির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমস্যার  
অভাব কিংবা কোনরূপ অনসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের  
নিম্নলিখিত চূড়ান্ত কার্য পরিচালিত হইবে।

- (খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।
- (গ) তিন পাবতা জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।
- (ঘ) পরিষদ দুর্বোপ বসবাসস্থানা ও গ্রাম কমান্ডম পরিচালনাসহ এনজিওসের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।
- (ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।
- (চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পাবতা চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও স্থায়ীক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব  
পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের তেরারম্ভান পরে নিয়োজিত-ক্রেতে সরকার যোগ্য  
উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

১১। ১৯০০ সালের পাবতা চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও  
অধ্যাদেশের সাথে ১৯৪১ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন  
অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুশাসিত্রমে সেই  
অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক ও প্রত্যেক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত  
সরকার আন্তর্জাতিকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের  
প্রসার দায়িত্ব নিতে পারিবে।

১৩। সরকার পাবতা চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে  
আলোচনারূপে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবে। তিনটি পাবতা জেলার  
উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পক্ষে যিহূপে চল হইতে পারে এইরূপে  
আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ  
সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পেশ করিতে পারিবে।

- ১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে :
- (ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
  - (খ) পরিষদের উপর নাস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মনোফা;
  - (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;
  - (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
  - (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মনোফা;
  - (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;
  - (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর নাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।